তারিখ 07 SEP 2008
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৭

যায়যায়দিন

নিরক্ষর নারীর জন্য ইউনেস্কোর ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ 'নারী ও নকশা'

এনজিও ডেস্ক

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনার পরিকল্পনা করছে সরকার। এই কর্মসূচির আওতায় পাইলট প্রকল্পে ল্যাপটপ ও গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হবে গ্রামীণ অক্ষরজ্ঞানহীন নারী ও কিশোরীদের। ইউনেস্কোর আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ 'নারী ও নকশা' সিডি ও বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এম মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এ তথ্য জানান। এই শিক্ষা উপকরণের আধেয় (কনটেন্ট) তৈরি করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ডি.নেট (ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক)। ৩১ আগস্ট ২০০৮ সকাল ১০টায় ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনেস্কো ঢাকার পরিচালক ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি মালামা মেলেসিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের টিম লিডার মোহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠানে এ শিক্ষা উপকরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন ডি.নেটের গবেষক মোসতান জিন্না আল নূর।

ইউনেস্কো ঢাকার পরিচালক ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি মালামা মেলেসিয়া তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে ইউনেস্কো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। বরাবরের মতো আগামীতেও আমরা বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করতে চাই। ইউনেস্কোর এই কর্মকাণ্ডের নতুন ধারা আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ 'নারী ও নকশা'। মেলেসিয়া বলেন, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ইউনেস্কো দীর্ঘদিন গবেষণা করার পর সেখানকার মানুষের জীবনের সত্যিকার কাহিনী, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের ব্যবহারকৃত আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে এই উপকরণটি তৈরি করেছে। এটি বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত অক্ষরজ্ঞানহীন নারী ও কিশোরীদের শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই সিডির সহকারী সম্পাদক এসএম আশরাফ আবিরের পরিচিতি তুলে ধরার সময় জানান, বৃহত্তর ময়মনসিংহের জামালপুর ও শেরপুরসহ আরো কয়েকটি জেলার গ্রাম ও শহরের অধিকাংশ মহিলা সেলাইয়ে পারদর্শী। সুঁই-সুতার মাধ্যমে কাপড়ের ওপরে তারা ফুটিয়ে তোলেন নিখুঁত নকশা। দারিদ্র্যের কারণে অক্ষরজ্ঞানশূন্য হয়েও সংসারের আর্থিক সচ্ছলতায় এরা ব্যাপক অবদান রাখছেন। এই অঞ্চলের প্রায় ৪০টি গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে একই চিত্র।

আশরাফ আবির জানান, এখানে প্রতিটি গ্রামেই একাধিক মহিলা প্রতিনিধি আছেন। নিজেরা সেলাইয়ের কাজ করার পাশাপাশি এই প্রতিনিধিরা এলাকার অন্য মহিলাদের করা নকশার কাজগুলো শহরের শোরুমে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে আবার সবার জন্য নতুন কাজের অর্ডার নিয়ে যান গ্রামে। এই শোরুমগুলোর মালিকও অধিকাংশই মহিলা। এভাবেই চলছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই এলাকার মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। যেহেতু দারিদ্র্যের কারণে এদের একটি বড় অংশ অক্ষরজ্ঞানবঞ্চিত, তাই এদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার জন্য তাদেরই কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে 'নারী ও নকশা' বইটি তৈরি করা হয়েছে।

নারী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এই সিডির সঙ্গে একটি বই সংস্করণও তৈরি করা হয়েছে। লেখা শেখানোর জন্য সঙ্গে রাখা হয়েছে 'আমি লিখতে পারি' নামের আর একটি লেখার ম্যানুয়াল। সিডির প্রতিটি অধ্যায়ে গল্প ও ছবির মাধ্যমে এসব নারীর দৈনন্দিন কাজ, জীবনযাপন, সমস্যা, সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের অবদান ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর একারণেই এই উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারবেন। কম্পিউটারকে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গেও তারা পরিচিত হবেন।